সুনান আন-নাসায়ী (তাহকীককৃত)

হাদিস নাম্বারঃ ১১৩৩ [আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ১১৩৪]

পর্ব-১২: তাত্ববীক্ব (রুকূ'তে দু' হাত হাঁটুদ্বয়ের মাঝে স্থাপন) করা (كتاب التطبيق)

পরিচ্ছেদঃ ৭৪: অন্য প্রকার দু'আ

نَوْعٌ آخَرُ

আরবী

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قال: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قال: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَاسْتَفْتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فَقَرَأَ بِمِائَةِ آيَةٍ لَمْ يَرْكَعْ فَمَضَى قُلْتُ يَخْتِمُهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَمَضَى قُلْتُ يَخْتِمُهَا، ثُمَّ يَرْكَعُ فَمَضَى حَتَّى قَرَأَ سُورَةَ النِّسَاءِ، ثُمَّ قَرَأَ سُورَةَ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى لَا يَمُرُّ بِآيَةِ تَخْوِيفٍ أَوْ تَعْظِيمٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا ذَكَرَهُ .

تخريج دارالدعوه: انظر رقم: ١٠٠٩ (صحيح)

صحيح وضعيف سنن النسائي الألباني: حديث نمبر 1134 ـ صحيح

বাংলা

১১৩৩. ইসহাক ইবনু ইব্রাহীম (রহ.) ..... হুযায়ফাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক রাতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে সালাত আদায় করলাম। তিনি সূরাহ বাকারাহ শুরু করলেন এবং একশত আয়াত পড়লেন। তিনি (সা.) রুকূ' না করে সামনে (তিলাওয়াত করে) চললেন। আমি মনে করলাম, তা দু' রাকআতে সমাপ্ত করবেন, অতঃপর রুকূ করবেন। তিনি চলতে থাকলেন, এমনকি সূরা নিসা সমাপ্ত করলেন। অতঃপর সূরাহ্ আ-লি

ইমরান। অতঃপর তিনি রুকু করলেন তাঁর কিয়ামের কাছাকাছি সময় নিয়ে। তিনি রুকূতে বলছিলেন, “সুবহা-না রব্বিয়াল আযীম, সুবহা-না রব্বিয়াল আযীম, সুবহা-না রব্বিয়াল আযীম”। পরে তিনি তার মাথা উঠালেন এবং বললেন, “সামি আল্ল-হু লিমান হামিদাহ, রব্বানা লাকাল হামদ”। এরপর বেশ কিছু সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন। অতঃপর সিজদা করলেন এবং সিজদাহ লম্বা করলেন। আর তিনি সিজদায় বলছিলেন, “সুবহা-না রব্বিয়াল আ’লা-, সুবহা-না রব্বিয়াল আ’লা-, সুবহা-না রব্বিয়াল আ’লা-”। তিনি আল্লাহর ভয় অথবা তা’যীমের আয়াতে পৌছলেই তাঁকে স্মরণ করতেন।

English

74. Another Kind

It was narrated that Hudhaifah said: I prayed with the Messenger of Allah (ﷺ) one night. He started reciting Surat Al-Baqarah and he recited one hundred verses, then did not bow, rather he continued. I thought: 'He will complete it in two rak'ahs, but he continued.' I thought: 'He will complete it and then bow,' but he continued until he recited Surat An-Nisa', then Al Imran. Then he bowed for almost as long as he had stood, saying while bowing: 'Subhan Rabbial-azim, Subhan Rabbial-azim, Subhan Rabbial-azim (Glory be to my Lord Almighty, Glory be to my Lord Almighty, Glory be to my Lord Almighty).' Then he raised his head and said: 'Sami Allahu liman hamidah (Allah hears the one who praises Him). Then he prostrated and made his prostration lengthy, saying: Subhan Rabbial-A'la, Subhan Rabbial-A'la, Subhan Rabbial-A'la (Glory be to my Lord Most High, Glory be to my Lord Most High, Glory be to my Lord Most High). And he did not come to any verse that spoke of fear or glorifying Allah, the Mighty and Sublime, but he said something appropriate.

ফুটনোট

সহীহ: মুসলিম ৭৭২, আবু দাউদ ৮৭১, তিরমিযী ২৬২, ইবনু মাজাহ ১৩৫১। [দ্রঃ ১০০৮]

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি বর্ণনাকারীঃ হুযায়ফাহ ইবন আল-ইয়ামান (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=87507

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন